موضوع الخطبة: الإيمان باليوم الآخر-6

الخطيب: فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/حفظه الله

موضوع الخطبة: الإيمان بالملائكة

لغة الترجمة: البنغالية

المترجم: عبد الرحمن بن لطف الحق

الإيميل: rashidlutful@gmail.com

https://t.me/raidraif

খুতবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (৬)

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما).

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কে জীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর, জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যেখানে

তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন।

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾.

অনুবাদঃ তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?

হে ঈমানদারগণ! শেষের খুতবাগুলোতে শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা হল এই বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনা:

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের ভয়াবহতা, মাখলুকের পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে মানুষের একত্রিত করা, শাস্তি ও হিসাব এবং জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের গুণাবলী, আজ আমরা কিয়ামতের কিছু দৃশ্য নিয়ে কথা বলব, ইনশাল্লাহ।

1- আল্লাহর বান্দারা! শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে কিয়ামতের দিনের দৃশ্যগুলোর প্রতিও ঈমান আনাও এর অন্তর্ভুক্ত। এই দৃশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে: আমলনামা, তাই লোকেরা সেগুলোকে হাত দিয়ে গ্রহণ করবে। কিছু লোক তাদের ডান হাতে আমলনামা গ্রহণ করবে, যারা সঠিক পথে থাকবে এবং তারাই জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য। পক্ষান্তরে কিছু লোক তাদের বাম হাতে আমলনামা গ্রহণ করবে, তারা হবে অবিশ্বাসী ও কাফির। মুমিন খুশি হয়ে তাদের ডান হাতে আমলনামা নেবে, আল্লাহ বলেনঃ

﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه * إني ظننت أني ملاق حسابيه * فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * قطوفها دانية * كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية﴾.

অনুবাদঃ তখন যাকে তার ‘আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, ‘লও, আমার ‘আমলনামা পড়ে দেখ, আমি দৃঢ়বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।’ কাজেই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। বলা হবে, ‘পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।’

কিন্তু কাফেরেরা তাদের আমলনামা তাদের বাম হাত তাদের পিঠের পিছন দিক থেকে পাবে, যেমন সে পৃথিবীতে তার পিঠের পিছনে আল্লাহর কিতাব রেখেছিল। একইভাবে পরকালে তার আমলনামা তাকে দেয়া হবে, যাতে সে পূর্ণ প্রতিদান পায়, তাই সে দুঃখ, হতাশা ও অনুশোচনা নিয়ে তার আমলগুলোকে গ্রহণ করবে।

﴿وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتَ كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتها كانت القاضية * ما أغنى عني ماليه * هلك عني سلطانيه﴾

অনুবাদঃ কিন্তু যার ‘আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, ‘হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার আমলনামা। আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব ! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত ! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই আসল না। আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট

হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا * ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا * إنه ظن أن لن يحور * بلى إن ربه كان به بصيرا﴾.

অনুবাদঃ (আর যাকে তার 'আমলনামা তার পিঠের পিছনদিক থেকে দেয়া হবে সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবে এবং জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হবে; নিশ্চয় সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল, সে তো ভাবতে যে, সে কখনেই ফিরে যাবে না । হ্যাঁ, নিশ্চয় তার রব তার উপর সম্যক দৃষ্টি দানকারী)।

2-হে মুমিনগণ! কেয়ামতের একটি দৃশ্য হল জাহান্নামের উপরে একটি সেতু স্থাপন করা হবে, তারপর লোকেরা তার উপর দিয়ে যাবে, মুহাম্মদের উম্মত সর্বপ্রথম এর উপর দিয়ে যাবে, এটি হবে পা পিছলে যাওয়ার জায়গা। অর্থাৎ পা স্থির থাকবে না, এতে শক্ত ধরনের চওড়া কাঁটা থাকবে, তার মধ্যে এমন কাঁটা থাকবে যা বাঁকানো হবে। সাদান নামক গাছের কাঁটা যা নজদে জন্মে, সেতু দিয়ে তিন ধরনের মানুষ যাবেঃ

একঃ যে সুরক্ষিত হয়ে মুক্তি পাবে। দুইঃ যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মুক্তি লাভ করবে। তিন আর যে জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে।

সুতরাং কিছু লোক কাঁটাঝোপ থেকে রক্ষা পাবে, তাদের আঘাত করা হবে না এবং তারা কাঁটা দ্বারা ধরা পড়বে না, তারা পরিপূর্ণ ঈমানের লোক যারা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তার বিরোধিতা এড়িয়ে চলে।

হে মুসলমানগণ! দ্বিতীয় প্রকার তারা হবে যারা কাঁটা দ্বারা আহত হবে, কিন্তু তাদের ধরে রাখতে সক্ষম হবে না এবং সেতুটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

তাদের আমলনামায় এমন কিছু পাপ থাকবে যা জাহান্নামে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেয় না, তবে কেবল আহত হওয়াই তাদের আখেরাতের শাস্তি হবে, যার পরে তারা রক্ষা পাবে।

তৃতীয় প্রকারের মানুষ হবে তারা যাদেরকে কাঁটা পাকড়াও করবে এবং জোরপূর্বক জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, তারা হবে সেই মুমিন যারা তাদের গুনাহ এবং বড় পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশের যোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে। মুনাফিকদের অবস্থাও তাই হবে, তাদেরকেও ধরা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, আল্লাহর আশ্রয়। কিন্তু মুমিনদের তাদের পাপ অনুযায়ী জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তারপর তাদের সেখান থেকে বের করা হবে।

তবে মুনাফিকদের সর্বদা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতে হবে। আর কাফেররা সেতু দিয়ে যাবে না, সেতু স্থাপিত হওয়ার আগেই তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, আল্লাহ বলেনঃ

(وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا)

অনুবাদঃ আর কাফেরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

{ يَقۡدُمُ قَوۡمَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَأَوۡرَدَهُمُ ٱلنَّارَۖ وَبِئۡسَ ٱلۡوِرۡدُ ٱلۡمَوۡرُودُ }

অনুবাদঃ সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের সামনে থাকবে। অতঃপর সে তাদেরকে আগুনে উপনীত করবে। আর যেখানে তারা উপনীত হবে তা উপনীত হওয়ার কত নিকৃষ্ট স্থান!

অতএব, অবিশ্বাসীদের প্রত্যেকটি দল তাদের দেবতাকে অনুসরণ করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেমন মূর্তি, সূর্য ও চন্দ্র, প্রতিটি দল তাদের উপাস্যের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জাহান্নামের আগুন জ্বলন্ত বালির মতো তাদের সামনে উপস্থিত হবে, এর অংশগুলি একে অপরের সাথে থাকবে। তারা একের পর এক এর মধ্যে পড়তে থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে হেফাজত করুন। এরপর জাহান্নামের উপর একটি সেতু স্থাপন করা হবে এবং পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী মুমিন ও মুনাফিকরা এর মধ্য দিয়ে যাবে।

আল্লাহর বান্দারা! সেতুর উপর মানুষের গতি তাদের উপর নির্ভর করবে না, তাদের শারীরিক শক্তির সাথেও এর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে তাদের পার হওয়ার গতি হবে তাদের কর্ম অনুসারে, যেমন এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে,তোমাদের প্রথম দলটি এ সিরাতে, বিদ্যুৎ গতিতে পার হয়ে যাবে। সাহাবা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আমাকে বলে দিন "বিদ্যুৎ গতির ন্যায়" কথাটির অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আকাশের বিদ্যুৎ চমক কি কখনো দেখনি? চোখের পলকে এখান থেকে সেখানে চলে যায় আবার ফিরে আসে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পরবর্তী দলগুলো যথাক্রমে বায়ুর বেগে, পাখির গতিতে, তারপর লম্বা দৌড়ের গতিতে পার হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তার আমাল হিসেবে তা অতিক্রম করবে। আর তোমাদের নাবী সে অবস্থায় পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে এ দু'আ করতে থাকবে, আল্লাহ এদেরকে নিরাপদে পৌছিয়ে দিন, এদেরকে নিরাপদে পৌছিয়ে দিন।

এরূপে মানুষের আমাল মানুষকে চলতে অক্ষম করে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা এ সিরাত অতিক্রম করতে থাকবে। শেষে এক ব্যক্তিকে দেখা যাবে সে নিতম্বের উপর ভর করে পথ অতিক্রম করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, সিরাতের উভয় পাশে ঝুলানো থাকবে কাটাযুক্ত লৌহ শলাকা। এরা আল্লাহর নির্দেশক্রমে চিহ্নিত পাপীদেরকে পাকড়াও করবে। তন্মধ্যে কাউকে তো ক্ষত-বিক্ষত করেই ছেড়ে দিবে; অতঃপর সে নাজাত পাবে। আর কতক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে।

3-হে মুমিনগণ! কেয়ামতের দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি হল জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি সেতুর উপর কিছু মুমিনকে থামানো হবে, সেদিন সেই মুমিনদেরকে যাদের জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে, জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের একটি মধ্যবর্তী সেতুতে থামানো হবে। যাতে তারা তাদের অন্তরের ঘৃণা,হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে পরিশুদ্ধ হবে। কারণ তাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হলেই তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের দাঁড় করানো হবে, যা

জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করানো হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানের তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে উত্তমরূপে চিনতে পারবে।

ইবনে তাইমিয়া রাহঃ বলেছেন: মন্দ ও অপবিত্র আত্মার জন্য একটি বিশুদ্ধ জান্নাতে প্রবেশ করা শোভা পায় না। যেখানে কোন বিদ্বেষ ও অপবিত্রতা থাকবে না, তাই মন্দ ও অপবিত্র আত্মার পবিত্র জান্নাতে প্রবেশ করা শোভা পায় না।

بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَنا بما صرَّف فيه مِن الآيات والذِّكْر الحكيم، واستغفِروا الله؛ إنه كان غفارًا.

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

4- আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন, কেয়ামতের দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি দৃশ্য হবে যে, কিয়ামতের দিন নবী সাঃ শাফাআত করবেন, যে মহান শাফাআতের কথা আগে বলা হয়েছে, এ ছাড়াও চার প্রকার সুপারিশ হবে।

তাঁর প্রথম সুপারিশ হবে মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য, কারণ মুমিনরা যখন জান্নাতে আসবে তখন এর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এমন সময় নবী সাঃ জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়বেন, জান্নাতের খাযিন (অভিভাবক) জিজ্ঞেস করবেনঃ তুমি কে? নবী সিঃ বলবেনঃ আমি মুহাম্মদ, তিনি বলবেনঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছিল যে, আমি তোমার পূর্বে কারো জন্য দরজা খুলবো না।

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমিই সর্বপ্রথম লোকদের মধ্যে জান্নাতের জন্য সুপারিশ করব এবং সকল নবীর চেয়ে আমার অনুসারী বেশি হবে।

জানা যায় যে, নবী হবেন প্রথম ব্যক্তি যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তাঁর আগে কেউ প্রবেশ করবে না, এতে নবী ও তাঁর উম্মতের অবস্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়। কেননা আপনি এবং আপনার উম্মত সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

নবী সাঃ এর দ্বিতীয় সুপারিশটি হবে সেইসব লোকদের জন্য যাদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য জবাবদিহি করা হবে না।এর প্রমাণ আবু হুরায়রার শাফায়াতের দীর্ঘ হাদিস, এতে বলা হয়েছে: হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতের সেই সব লোককে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান যাদের কোনো হিসাব-নিকাশ নেই।

নবী সাঃ এর তৃতীয় সুপারিশ হবে সেই সব পাপী মুমিনদের জন্য যারা তাদের পাপের কারণে

জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই হাদীসে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছেঃ "প্রত্যেক নবীর জন্য একটি দোয়া ছিল যা তাঁরা এই দুনিয়ায় করেছিলেন, কিন্তু আমি আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য আখিরাতে আমার প্রার্থনা সংরক্ষণ করতে চাই।"

এছাড়াও আপনার এই হাদিস: "আমার সুপারিশ হবে আমার উম্মতের সেই সমস্ত লোকদের জন্য যারা বড় গুনাহ করেছে"।

চতুর্থ সুপারিশ: নবী তার চাচা আবু তালিবের পক্ষে শাস্তি হালকা করার জন্য সুপারিশ করবেন, কারণ তিনি তাকে রক্ষা করতেন এবং মুশরিকদের নির্যাতন থেকে হেফাজত করতেন। আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি আপনার চাচা আবু তালিবের কি উপকার করেছেন, যিনি আপনাকে সমর্থন করেছিলেন এবং আপনার জন্য অন্যদের প্রতি রাগান্বিত হতেন?"

তিনি বললেন: "তিনি তার গোড়ালি পর্যন্ত হালকা আগুনে রয়েছেন। যদি আমি না থাকতাম, তাহলে তিনি আগুনের নিম্ন স্তরে থাকতেন।

আল্লাহর বান্দারা! বিচার দিবসের চারটি দৃশ্য রয়েছে: আমলনামা উড্ডয়ন, জাহান্নামের উপরে একটি সেতু স্থাপন, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি সেতুর উপর কিছু মুমিনের দাঁড় করানো এবং পাঁচটি সুপারিশ যে নবী সাঃ কিয়ামতের দিন তাঁর অনুসারীদের জন্য অনুসরণ করবেন।

হে আল্লাহ! আপনার নবী মুহাম্মদের সুপারিশের মাধ্যমে আখেরাতে আমাদের সম্মানিত করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে জান্নাতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.